চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২৮.১২.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দারুল মারিফ মাদ্রাসা মাঠের সংস্কার কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডা. শাহাদাত হোসেন
কিশোর গ্যাং অপসংস্কৃতি নির্মূলে খেলার মাঠ গড়া হচ্ছে

আওয়ামী লীগের গড়ে তোলা কিশোর গ্যাং আর মাদকের অপসংস্কৃতি নির্মূলে শিশু কিশোর দের খেলার মাঠে ফেরানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে ৪১ টি খেলার মাঠ গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানান তিনি। তিনি শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় নগরীর চাঁন্দগাও ওয়ার্ডস্থ জামেয়া দারুল মা'রিফ আল ইসলামিয়া মাদ্রাসা মাঠের সংস্কার কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন। তিনি মোনাজাত পরিচালনা করেন।মেয়রের খেলার মাঠ গড়ার কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, খেলার মাঠ শুধু বিনোদনের জায়গা নয়, এটি কিশোরদের চরিত্র গঠন, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমান সময়ে কিশোর গ্যাং ও মাদকাসক্তির মতো সামাজিক ব্যাধি থেকে তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা করতে হলে খেলাধুলার সুযোগ বাড়ানো ছাড়া বিকল্প নেই। উপদেষ্টা বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন যে দূরদর্শী চিন্তাভাবনা নিয়ে নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ গড়ে তুলছেন, তা শুধু নগর উন্নয়ন নয় বরং একটি সুস্থ, সচেতন ও নৈতিক প্রজন্ম তৈরির কার্যকর উদ্যোগ। এ ধরনের উদ্যোগে সমাজের সব শ্রেণিপেশার মানুষকে সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি। এসময় মেয়র বলেন, এই উদ্যোগ কোনো নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল না, বরং দায়িত্ব গ্রহণের পর নগরবাসীর বাস্তব চাহিদা ও বিদ্যমান সামাজিক সংকট বিবেচনায় নিয়েই তিনি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হাত দিয়েছেন।তিনি বলেন, গত ১৬ বছরে নগরজীবনে ইভটিজিং ও কিশোর গ্যাং এই দুইটি ভয়াবহ সামাজিক চ্যালেঞ্জ দৃশ্যমানভাবে বেড়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে একটি প্রজন্মকে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়ানোর সংস্কৃতি তৈরি করা হয়েছে, যার খেসারত আজ সমাজকে দিতে হচ্ছে। এই বাস্তবতায় দায়িত্ব গ্রহণের পর শপথের দিনই ঘোষণা দিয়েছি, চট্টগ্রাম শহরের ৪১টি ওয়ার্ডে ৪১টি খেলার মাঠ নিশ্চিত করা হবে এবং যেসব মাঠ অবহেলিত বা অচল অবস্থায় আছে, সেগুলো সংস্কার করে কিশোর ও যুবসমাজের জন্য খেলাধুলা ও বিনোদনের উপযোগী করে তোলা হবে। তিনি বলেন, সুস্থ দেহে সুন্দর মন, মন ভালো না থাকলে কোনো কাজেই আগ্রহ আসে না। আর মন ভালো রাখতে হলে শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে। এই দর্শন থেকেই খেলাধুলাকে আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি।

মেয়র জানান, ইতোমধ্যে নগরীর ১১টি ওয়ার্ডে খেলার মাঠের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে এবং খুব শিগগিরই এসব মাঠ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে। আগ্রাবাদ এলাকার দীর্ঘদিনের চাহিদা অনুযায়ী জাম্বুরী মাঠ উন্নয়ন প্রকল্প প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। একই সঙ্গে আগ্রাবাদে শিশু পার্ক পুনরায় চালু করা হয়েছে। এছাড়া মহসিন কলেজ মাঠে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, চট্টগ্রাম কলেজের প্যারেড মাঠ উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাকলিয়া স্টেডিয়াম ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় আন্তর্জাতিক মানের একটি দৃষ্টিনন্দন স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনায় কাজ চলমান রয়েছে। হালিশহর বিডিআর মাঠে দীর্ঘদিন পর ঘাস লাগানো হয়েছে, যা এখন একটি মনোরম খেলাধুলার পরিবেশে পরিণত হয়েছে। হালিশহর এইচ ব্লক, ফিরোজশাহ মাঠ ও মাদারবাড়ির বালির মাঠসহ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় মাঠ সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে। অনুষ্ঠানে মেয়র আরও জানান, জামিয়া দারুল মারিফ ইসলামিয়া মাদ্রাসা মাঠ সংস্কারের বিষয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রায় ৩৭ লাখ টাকা ব্যয়ে এই মাঠ সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত বরাদ্দও দেওয়া হবে। মাঠের রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয়দের সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি। পরিবেশ সচেতনতার বিষয়ে মেয়র নগরবাসীর প্রতি বিশেষ আহ্বান জানিয়ে বলেন, যত্রতত্র প্লাস্টিক, পলিথিন, ডাব ও তালের খোসা ফেলার কারণে নালা ও খাল নষ্ট হচ্ছে, জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে এবং একমাত্র কর্ণফুলী নদী মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। এসব জায়গায় জমে থাকা পানিতে এডিস মশার লার্ভা জন্ম নিয়ে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার মতো রোগ ছড়িয়ে পড়ছে, যার ভোগান্তি শেষ পর্যন্ত নগরবাসীকেই পোহাতে হয়। এজন্য সবাইকে ক্লিন সিটি গড়তে ভূমিকা রাখতে হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়ার প্রিন্সিপাল শায়খ ফুরকানুল্লাহ খলীল, জামেয়া দারুল মা'আরিফের শিক্ষক মাওলানা নুরুল আমিন, মাওলানা আফীফ ফুরকান মাদানী, মাওলানা মাহমুদ মুজিব।

জিয়া ভেটার্ণ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডা. শাহাদাত হোসেন
খেলাধুলায় সম্পৃক্ত থাকলে মাদক ও অপরাধ থেকে দূরে থাকা যায়

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, খেলাধুলা কেবল শরীর গঠনের মাধ্যম নয়, এটি মানুষের মনন, চরিত্র ও নেতৃত্ব গঠনের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। আজকের তরুণ সমাজ যদি নিয়মিত খেলাধুলায় সম্পৃক্ত থাকে, তাহলে তারা সহজেই মাদক ও অপরাধের পথ থেকে দূরে থাকতে পারবে। এ ধরনের টুর্নামেন্ট একটি সুস্থ ও আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
তিনি শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দুপুরে চট্টগ্রাম জেলা স্টেডিয়ামে জিয়া ভেটার্ণ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম একটি ক্রীড়াবান্ধব নগরী। এখানকার তরুণ ও প্রবীণ ক্রীড়াবিদদের এই মিলনমেলা আমাদের সামাজিক ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করবে। আমি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই এমন একটি সুন্দর উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য। তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলায় উদ্বুদ্ধ করে মাদক থেকে দূরে রাখা এবং একটি সুস্থ, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ইতিবাচক সমাজ গঠনের প্রত্যয়ে চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে জিয়া ভেটার্ণ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্রীড়া দল আয়োজিত এবং আর এন বি শিপিং লিমিটেড ও সাবিহা এন্টারপ্রাইজের সার্বিক সহযোগিতায় আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ কমিটির সদস্য এবং বাংলাদেশ জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংগঠক এসোসিয়েশনের যুগ্ম আহবায়ক ইসরাফিল খসরু, সাবেক জাতীয় ফুটবলার ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্রীড়া দলের সদস্য সচিব মো. জাহেদ পারভেজ চৌধুরী, স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব মো. সাইফুল আলম বাদশা ও জহিরুদ্দীন মোহাম্মদ বাবর। জিয়া ভেটার্ণ ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক মসিউল আলম স্বপনের সভাপতিত্বে এবং মোহাম্মদ সেলিম উদ্দীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চবির সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক মহিউদ্দিন বাদল, মহানগর বিএনপি নেতা কামরুল ইসলাম, সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর এম এ মালেক, ক্রীড়া সংগঠক আরিফুর রহমান, মোহাম্মদ জমির, সাইদ আব্বাস, নজরুল বাবু, সোয়েব মাহমুদ, হায়দার কবির প্রিন্স, ফারুক খান, নুরুল আলম, আব্দুল আলিম স্বপন, মোহাম্মদ ইকবাল, মোহাম্মদ সোহেল, একরামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সাবেক খেলোয়াড়রা। ১৩টি দলের অংশগ্রহণে আয়োজিত টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে চিটাগাং মাস্টার্স ৫–০ গোলে সিপিএল লিজেন্ড দলকে পরাজিত করে দুর্দান্ত সূচনা করে। চিটাগাং মাস্টার্সের হয়ে জালাল করেন ৩টি গোল (হ্যাটট্রিক) এবং আসাদ করেন ২টি গোল। খেলায় ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন জালাল। তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিশেষ অতিথি ইসরাফিল খসরু।

নিউজ গার্ডেনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ডা. শাহাদাত হোসেন
সংবাদ মাধ্যম হলো জাতির পথ প্রদর্শক

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, সংবাদ মাধ্যম হলো জাতির পথ প্রদর্শক। সংবাদপত্রকে সমাজ বা জাতির দর্পণ বলা হয়। চলমান জীবন, দেশ ও বিশ্বের একটি চিত্র প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতায় ফুটে ওঠে। আয়নায় দেখা নিজের চেহারার মতো প্রতিবিম্ব সংবাদপত্রে চলমান জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের চিত্র ভেসে ওঠে। সাংবাদিকদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গঠনে সহায়তা করে। মানুষকে সচেতন করে তোলে। দুর্নীতিবাজ ও অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িতরা আতঙ্কে থাকে। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার ভয়ে তারা দুর্নীতি ও অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। শোষণ, জুলুম, নির্যাতনের বিরুদ্ধে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে সাংবাদিকরা সোচ্চার থাকে। সাংবাদিকদের মেধা, মনন, মানবতাবোধ থেকে উৎসারিত হয় সত্যনিষ্ঠা, নীতিবোধ ও দেশপ্রেম। তাই এসব গুণের অধিকারী সাংবাদিককে বলা হয় জাতির বিবেক। তিনি আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) দুপুর ১২ টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে নিউজগার্ডেনের ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, সাংবাদিকতা পেশার প্রথম ও প্রধান কাজ হলো সততা ও দায়িত্বশীলতা। সৎ, মেধাবী ও নির্ভীক সাংবাদিক জাতির পথ প্রদর্শক। সংবাদপত্র সরকারের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে খ্যাত। সাংবাদিকতা হচ্ছে সমাজসেবার একটি আধুনিক রূপ। সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ গঠনে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষকে সচেতন করে তোলে। দেশ ও জাতি গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নিউজগার্ডেন সম্পাদক কামরুল হুদার শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর নিউজগার্ডেনের ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন পরিষদের আহবায়ক এস এম আহমেদ হোসাইনের সভাপতিত্বে এবং গীতিকার ও সাংবাদিক নজরুল ইসলামের পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম-৯ সংসদীয় আসনের বিএনপি মনোনীতি প্রার্থী আলহাজ আবু সুফিয়ান। আবু সুফিয়ান বলেন, সাংবাদিকের মুখ্য ও পবিত্র দায়িত্ব হলো চলমান ঘটনা ও বাস্তবতাকে তুলে ধরা। সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে নেশা সম্পৃক্ত না হলে সে সংবাদ গভীরতা পায় না, সত্যনিষ্ঠ সংবাদের গতি হারায় ও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। সত্যনিষ্ঠা ও নীতিবোধ নির্ভর করে সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গি, মন-মানসিকতা ও নৈতিকতার ওপর। অসৎ ও দায়িত্বহীন সাংবাদিকতা এ পেশার জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি সমাজ, দেশ ও জাতির জন্যও ক্ষতিকর। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম মট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ শাহনওয়াজ বলেন, সাংবাদিক এবং জনগণকে ভারতীয় আধিপত্যবাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। দেড় দশক হাসিনা সরকারের স্বৈরশাসন এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদের কবলে পড়ে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করেছিল। ভারতের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে আমাদের এক ধরনের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছিল। আর আমাদের সাংবাদিক ভাইদের দুর্নীতির ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব সভাপতি জাহিদুল করিম কচি বলেন, ভারতীয় আধিপত্যকে বিস্তারের সুযোগ দিয়ে হাসিনা সরকার মানুষের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন, খুন, গুম, হামলা, মামলা, গ্রেফতার, গণতন্ত্রহীনতা, মানবাধিকার হরণ, অন্যায়, বিচারহীনতা, রাজনৈতিক অধিকার, বাকস্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ করেছে। বিশ্ব প্রেসকাউন্সিলের সাবেক সদস্য মাঈনুদ্দিন কাদেরী শওকত বলেন, দেড় দশকে ভারতের সাথে যেসব স্বার্থবিরোধী চুক্তি করেছে, সেগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ করা, যাতে দেশের মানুষ জানতে পারে। পরবর্তীতে তা রিভিউ করে বাতিল করা কিংবা সমতাভিত্তিকভাবে সংশোধন করা। এদেশের মানুষ আর ভারতের খবরদারি, অন্যায় ও অন্যায্য আচরণ বরদাশত করবে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক যুগ্ম পরিচালক বীর গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা বলেন, সামনে যে নির্বাচন তা অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, নির্ভয়ে প্রার্থী বাছাই করা, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারণায় সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, স্বচ্ছ ভোট প্রক্রিয়া অনুসরণ করা এবং নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করা, যাতে একটি সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং জনগণের প্রকৃত মতামতের প্রতিফলন ঘটে। বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ

উল্লাহ, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সি: সহ-সভাপতি মুস্তফা নঈম, অর্থ সম্পাদক আবুল হাসনাত, ইঞ্জিনিয়ার জাবেদ আবছার চৌধুরী, দৈনিক দিনকালের ব্যুরোচীফ হাসান মুকুল, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, কোতোয়ালী বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, সাংবাদিক সাইফুর রহমান সাইফুল, মুজাহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলী পাশা, দৈনিক ভোরের ডাকের ব্যুরোচীফ কিরন শর্মা, আবু হেনা খোকন, রুবেল খান, বজলুল হক, অধ্যাপক খোরশেদ আলম. ইঞ্জিনিয়ার জামাল উদ্দীন, নুরুল হাদী চৌধুরী, জাপা নেতা কামাল উদ্দিন আহম্মদ, আনোয়ার হোসেন লিপু, বাংলাদেশ জাহাজী শ্রমিক ফেডারেশন, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটির সভাপতি এস এম নুরুল হুদা, বিশ্বজিৎ পাল, বিদর্শন বড়ুয়া, মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ বশির আল মামুন, শহীদুল ইসলাম, মিনহাজুল হুদা, রোকন উদ্দিন আহমদ, মো: আরিফুল ইসলাম, মো: হেলাল, উদ্দিন, কবি সোমা মুভসুদ্দি, বিপ্লব বড়ুয়া, মো: আবু তৈয়ব, মো: মুহিববুল্লাহ, মুহাম্মদ আজাদ, রফিকুল ইসলাম, মফিজ, মো: আবদুল্লাহ, এস এম ওসমান ছিদ্দিকী, নীল কমল, মিলন চাকতাই, ছৈয়দুল আলম, মো: ছরোয়ার কামাল, এম এইচ সুমন, এম এইস সাঈদ, আমিনুল ইসলাম মামুন, প্রিয়াংকা, মো: আসিফ ইকবাল, মো: জোবাইর, নূর মোহাম্মদ রুবেল প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮